ভোরের কাগজ

তারিখ ১0-DEC-1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# ছাত্র রাজনীতি যখন লাভজনক পেশা

আবু তাহের খান

গত ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিতে যেয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্রদের নানা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য বর্তমান ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করে বলেন যে, ছাত্ররা একে এখন একটি লাভজনক পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি করে অতি অল্প সময়ে কোটিপতি হওয়া যাচ্ছে। লেখাপড়া না করে সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি করে যদি বিত্তবান হওয়া যায়, এমনকি এমপি ও মন্ত্রীও হওয়া যায় তাহলে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে?

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের এটাই প্রথম উচ্চারণ নয়। এর আগেও তিনি একাধিকবার এ বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি দেশের রাজনীতিবিদরা এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর সাড়া প্রদান করা তো দূরের কথা, তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেননি। কিছুদিন আগে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রধান বিরোধী দল সম্মত হলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি সম্মত আছেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এরপর আর এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় কোনো রাজনীতিবিদ টু' শব্দও করেননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্র রাজনীতি এমন লাভজনক পেশা হয়ে উঠলো কেমন করে? বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির অবস্থা তো এক সময় এমনটি ছিল না এবং পূর্বের অবস্থা বদলে নিশ্চয় হঠাৎ করেই তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেনি। তাহলে এ রূপান্তর কিভাবে ঘটলো? এর জবাব আসলে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির রূপান্তরের ধারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ১৯৪৮ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা মূলত বিকশিত হতে থাকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্পৃহাকে সামনে রেখে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ সংগঠনের মধ্য দিয়ে। '৭১-এ এসে যা পরিপূর্ণ ঐক্যের রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করে। সে সময়কার জাতীয় রাজনীতির সে প্রভাব অনিবার্যভাবেই ছাত্র রাজনীতিকে প্রভাবিত করে; কিংবা বলা চলে যে, সমাজের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সচেতন অংশ হিসেবে ছাত্ররাই অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। আর পরস্পরের এ অবদানে সে সময়ের ছাত্র রাজনীতি হয়ে ওঠে এ দেশের ইতিহাসের এক অমূল্য গৌরবগাথা, যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে '৫২র ভাষা আন্দোলন, '৬২র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ঋদ্ধ হয়ে আছে এ দেশের ছাত্রসমাজ ও ছাত্র রাজনীতির অমূল্য অবদানে।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই নানামুখী স্বার্থের টানাপোড়েনে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ধারা আবার অধোমুখী হতে শুরু করে। তবে ১৯৭৫-এ সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত সেখানে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা থাকলেও তখনো তা লাভজনক পেশা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসেই নিজেদের অবৈধ শাসন ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সিভিল সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশের লক্ষ্যে সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে ছাত্রদের একটি অংশের হাতে নগদ অর্থ ও বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে এদের মাধ্যমে একটি অনুগত ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস পান। হীন উদ্দেশ্যে ও অনৈতিক পথে ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করা এ ছাত্রদের হাত ধরেই বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি ক্রমান্বয়ে লাভজনক পেশায় পরিণত হতে থাকে।

সেদিক থেকে বলা চলে যে, সামরিক শাসনের হাত ধরেই বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি লাভজনক পেশায় রূপান্তরের পথে দীক্ষা নেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা পরিস্ফুট হতে হতে আজকের এ সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর এ লাভজনক পেশার কারণেই 'ছাত্র' থেকেই এরা বিয়েশাদি, ঘরসংসার করে পিতৃত্ব বরণ করার পরও নিজেদের ছাত্রত্ব ত্যাগ করেন না৺ বরাবর ছাত্রই থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

গোপনে নগদ অর্থ বিতরণ করা ছাড়াও সামরিক শাসকগণ অনুগত ছাত্রদের আর যেসব আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করতেন তার মধ্যে ছিল সরকারি দপ্তরের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া, সার, চিনি, নিউজপ্রিন্ট, সুতা ইত্যাদি ভোগ্য-অভোগ্য পণ্যসামগ্রীর বরাদ্দপত্র প্রকৃত ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে তাদের মধ্যে বিতরণ; লাভজনক আমদানি সামগ্রীর লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি। ইতিমধ্যে দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও দীর্ঘকাল এসব অবৈধ সুবিধা ভোগের ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে যে লোভী ও নীতিহীন মানসিকতা জন্মলাভ করেছে তা আর স্বভাবতই এখনো বিলুপ্ত হয়নি। বরং নিজেদের অধিকারে থাকা অবৈধ অস্ত্র সে লিপ্সাকে আরো প্রবল করে তুলেছে। আর সে অর্থলিপ্সা ও হাতের অস্ত্রের প্রভাব মিলেই তাদের আচরণে যোগ হয়েছে নতুন



নতুন অনুষঙ্গ যার মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ভাড়ায় মস্তানি ইত্যাদি। আর এদের মধ্যে যারা নেতা, তারা আবার এসব কর্মকাণ্ড নিজ হাতে করেন না। তবে সেসব নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এরাই এসব পন্থায় আহরিত মুনাফার সিংহভাগ ভোগ করেন, যে মুনাফা তাদের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই রাতারাতি কোটিপতিতে পরিণত করছে। এরা ছাত্র থাকা অবস্থাতেই দলীয় মনোনয়নে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করছেন। অতীতে এমনকি নিকট অতীতেও এদের কেউ কেউ মন্ত্রী হয়েছেন এবং মন্ত্রী হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সচিবালয়ে গেছেন অস্ত্রধারী দলবল নিয়ে।

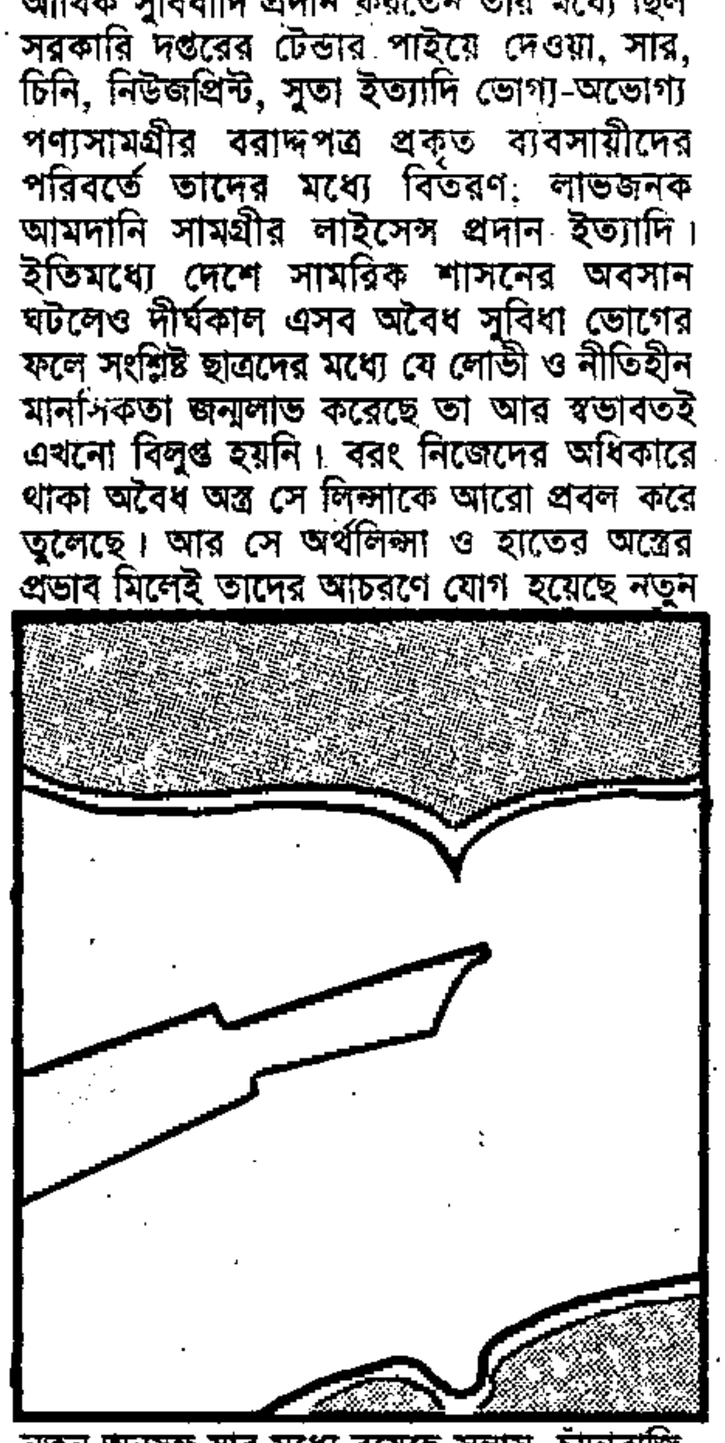

এখন কথা হচ্ছে, কোনো আনুষ্ঠানিক পেশায় যোগদান না করেও ছাত্র থেকেই যদি এরা কোটিপতি হতে পারেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি এদেরই অনেককে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেয় এবং তাদের কেউ কেউ যদি মন্ত্রীও হয়ে যান, তবে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কথাইতো ঠিক যে, তাহলে আর কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে?

ছাত্র রাজনীতিকে লাভজনক পেশায় রূপান্তরের ব্যাপারে সামরিক শাসকরাই অগ্রদূত হলেও সামরিক শাসনউত্তর বেসামরিক রাজনৈতিক দলগুলোও কিন্তু বিষয়টির অবসান ঘটায়নি। বরং তারাও প্রায় একইভাবে ছাত্র রাজনীতির এই কদর্য দিকগুলোকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কেন তারা ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না? কোথায় তাদের দুর্বলতা? কেন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সমর্থক ছাত্রফ্রন্টকে তাদের দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বিবেচনা না করে থাকতে পারছে না? কেন তারা মনে করছে যে, ছাত্ররাই তাদের রাজনীতির মূলশক্তি? তাহলে কি তারা সাধারণ জনগণের শক্তিতে আস্থা রাখতে পারছে না? কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ মানুষ যদি বৈরী হয়ে বসে তাহলে আর শুধু ছাত্রদের শক্তির ওপর ভরসা করে রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। '৫২, '৬২ বা '৬৯-এ জনগণ যে ছাত্রদের রাজনৈতিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তার যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল এই যে, জনগণ দেখেছিল দেশাত্মবোধ ভিন্ন ছাত্রদের রাজনৈতিক আচরণে তখন অন্য কোনো স্বার্থ নেই। ফলে তাদের (ছাত্রদের ও তাদের

**সেদিক থেকে বলা চলে যে, সামরিক শাসনের হাত ধরেই বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি লাভজনক পেশায় রূপান্তরের পথে দীক্ষা নেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা পরিস্ফুট হতে হতে আজকের এ সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করেছে।**

রাজনৈতিক আচরণকে তারা (জনগণ) গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ ছাত্র রাজনীতির যে স্বার্থপর কদর্য চেহারা এবং ক্ষণে ক্ষণে যা আরো বেশি করে লাভজনক পেশা হয়ে উঠতে চায় তা দেখে তাদের দ্বারা জনগণ প্রভাবিত হবে কি, ছাত্রদের কাছ থেকে তারা ১০ হাত দূরে থাকতে পারলেই বাঁচে। তবে যে '৯১-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী দলটি ছাত্রদের পেশিতৎপরতাকেই তাদের সে নির্বাচনে বিজয়ের মূল ভিত্তি বলে গণ্য করেছে, তার জবাব কি? আসলে তাদের এরূপ মূল্যায়ন বড়ো বেশি আত্মঘাতী এবং একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক বোধ ও সংস্কৃতিরও পরিপন্থী। পেশিশক্তির জোরে নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে নিতে পারাটাকে রাজনীতিতে টিকে থাকার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সামরিক স্বৈরশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু মেলে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না।

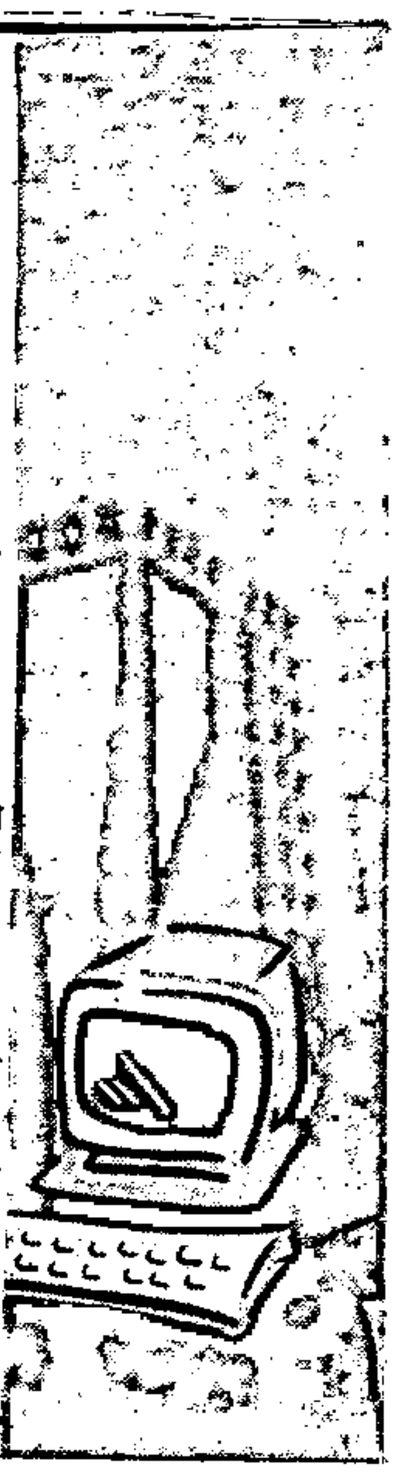

আমাদের রাজনীতিবিদরা কি বিষয়গুলো আরো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন? তারা কি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবেন না যে, এ ধরনের সন্ত্রাসী রাজনীতির কারণে তথা ছাত্র



টার মে

াশি রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা
ঝামেলা ছাড়াই মেলায় আসা
সের, 'বিনা ভাড়ার এই বাস
মলার গাইড এবং কন্ট্রোল রু

শ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি
া উপলক্ষে বিসিএস একটি
ক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য পাওয়া
ow.
মাল্টিমিডিয়া সিডি-রম প্রকা
শনাল কম্পিউটার প্রদর্শনী '৯
ই সিডি-রমটিতে পাওয়া যাবে

। ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
মেলার বিশেষ আকর্ষণ সেমিনা
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১৫টি সেমিনা
উদ্যোগেও সেমিনার
টি, এ্যাপলের উদ্যোগে ১টি
অংশ নিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলে
কো কোম্পানি ২টি, এসিটি
প্রফেশনালস-এর উদ্যোগে
লাদেশ কম্পিউটার সমিতির
মিনারগুলোর মধ্যে 'যুক্তরা
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়'
সহায়ক হবে। উপরোক্ত প্র
একজন প্রবাসী বাঙালি
খ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্র
ন্ট বিক্রমজিৎ মৈত্রেয়। বিশে
নানো হয়েছে।